তারিখ ... 19/6/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

দৈনিক বাংলা

খসড়া দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৬। চালু প্রকল্প সম্বন্ধে আরো একটা কথা আছে, বেশির ভাগ চালু প্রকল্প পর্যায়ে পর্যায়ে ভাগ করা সম্ভব, আর বেশ কিছু চালু প্রকল্প নামে চালু, কিন্তু আসলে নতুন রেলওয়ে পুনর্বাসন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পাটকল বা সুতাকল আধুনিকীকরণ ইত্যাদি ভাগ করা সম্ভব, আর স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প ভাগ করাও সম্ভব, এবং এসবের মধ্যে নতুন স্কুল বা কলেজ, নতুন বিভাগ, নতুন ছাত্রাবাস এক একটা বিশেষ অংগ। কাজেই সবরকমের চালু প্রকল্পকে একই সারিতে দাঁড় করানো সমীচীন নয়। চালু প্রকল্পের নামে বরাদ্দকৃত শতকরা ৮৩ ভাগ খরচের একটা বিরাট অংশের দাবীদার এই ধরনের প্রকল্প যেগুলো ভাগ করা যায় এবং যেগুলোতে নতুন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন এখন এই কাজ করছে, আমি আশা করছি এই পুনর্বিবেচনায় অনেক সুফল পাওয়া যাবে, এবং চালু প্রকল্প সম্বন্ধে আমরা কিছু নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হবো।

৭। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, কুটীর ও হস্ত শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও খাল খনন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ—এসবই সার্বিক পল্লী উন্নয়নের অংগ। শিল্প ক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ বিশেষ শিল্প, পাট, কাপড়, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের যথেষ্ট কাজে আসে। এই প্রসংগে আমি আপনাদের কাছে একটা কথা পেশ করতে চাই। আনুপাতিক ব্যয়বরাদ্দ কোন সেক্টর বা খাতের গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারের পূর্ণ মাপকাঠি নয়। [illegible] একটা কার্যক্রম বা প্রকল্পের [illegible], আমরা বলতে চাই পল্লী [illegible] ক্ষেত্রে আমরা [illegible] প্রকল্পই গ্রহণ করেছি, এবং প্রকল্প ছাড়াও কিছুটা থোক বরাদ্দ রেখেছি। এবং অন্য সব খাতেও কার্যক্রম ও ব্যয়বরাদ্দ নিরূপণে বা পুনর্বিন্যাসে কৃষি তথা পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেছি। আমাদের সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধু কৃষি-পল্লী ভিত্তিক হবে তাই নয়, একে সর্বতোভাবে কৃষি পল্লীমুখী হতে হবে। আমার মতে এই খানেই কৃষি-পল্লীর অগ্রাধিকার সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত।

৮। সময়ের তাগিদে আমার বক্তব্য ছোট রাখতে হচ্ছে। তবু আরো দু একটা কথা আছে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রায় নীরব। এই নীরবতা ইচ্ছাকৃত। দু বছর পরে পরিকল্পনার জীবন-দর্শন, প্রেক্ষিত এবং পরিবেশ কি হবে তা আমরা জানি না—এখনকার মতোই থাকবে, না তাতে আমূল বা প্রান্তিক পরিবর্তন হবে, এ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না। তবে আমরা কিছু কিছু সমস্যার উল্লেখ করেছি যার উপরে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা ও বিতর্ক হওয়া উচিত—যা থেকে নীতি-নির্ধারণী পথ নির্দেশ আসবে। দেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা আরো জোরালো ও ব্যাপক হবে। আমি আশা করবো এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের আমার বিশিষ্ট বন্ধুদের অনুরোধ করবো, আপনারা এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন এবং জনগণের কাছে আপনাদের কথা পেশ করুন, দেখুন তারা কি রায় দেন। রাজনৈতিক প্রোগ্রামের সাথে সাথে আপনারা জনগণকে আপনাদের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দিন। আপনারা দয়া করে বলুন কে কি চান, ভূমির মালিকানা এবং ভূমির বণ্টন, ও উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা বলুন কি চান রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ভূমিকা, পরিধি, ম্যানেজমেন্ট ও ভর্তুকি সম্পর্কে, শিল্প বাণিজ্যে বেসরকারী খাত চান কিনা এবং তার ভূমিকা কি। আরো বলুন, ভর্তুকি দিয়ে কিছু লোককে সস্তা রেশন কতোদিন খাওয়াবেন, অথবা ভর্তুকি দিয়ে সস্তা সার কিছু লোকের কাছে কতোদিন বিক্রি করবেন। আরো বলুন কতো তাড়াতাড়ি এবং কিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা তথা বয়স্ক শিক্ষা সর্বজনীন করবেন এবং কতো তাড়াতাড়ি ও কিভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা সবার দরজায় পৌঁছে দেবেন। মূলত এ সব সমস্যার সমাধান প্রশাসনিক নয়, রাজনৈতিক, তাই এই দায়িত্ব আপনাদের। আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা এসব সমস্যা সম্পর্কে আপনাদের মন স্থির করুন। জনগণকে আপনাদের প্রোগ্রাম বলুন, তাঁদের রায় নিয়ে আসুন, এবং এসবের সমাধানের রাজনৈতিক রূপরেখা দিন। আপনাদের সরকার এবং প্রশাসন-যন্ত্র তথনই কেবল এসব সমস্যার সুরাহা করতে পারবেন।

৯। আমাদের পরিকল্পনার সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে বিদেশী সাহায্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, যার অপর দিক হচ্ছে আমাদের নিজস্ব সম্পদের অতিমাত্রায় স্বল্পতা। এ শুধু পরিকল্পনার দুর্বলতা নয়। এ আমাদের অর্থনীতির দুর্বলতা, সমগ্র জাতীয় জীবনের দুর্বলতা। আমরা সবাই চাই এই পরনির্ভরশীলতা কমাতে, এবং স্বনির্ভর হতে। এবং এর জন্যে সবচেয়ে যা বেশি প্রয়োজন তা হলো—সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে উৎপাদন বাড়ানো, এবং লোকসংখ্যার উৎপাদন কমানো। আর এই বর্ধিত উৎপাদনের একটা বিশিষ্ট অংশ আহরণ করে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো। এই দুই-ই সম্ভব এবং এদুই ক্ষেত্রেই বেশ কিছু কাজ হচ্ছে। তবু কেন যেন মনে হয় স্বনির্ভরতা এখনো ভাসা

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... 19/6/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

কয়েকটি দিক

(৫-এর পৃঃ পর)

ভাসা কথার মতো, কাজে কর্মে আমরা এর কোন বিশেষ প্রমাণ দিচ্ছি না। স্বনির্ভরতার সংকল্প নিতে হবে—ব্যক্তিগত জীবনে, গোষ্ঠিগত জীবনে, জাতীয় জীবনে। এ একদিনে বা একটা-দুইটা পরিকল্পনায় হবে না। তবু এর জন্যেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আরো একটা কথা—বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে আমরা এখন এমন কিছু দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করছি যার প্রয়োজনীয়তা আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে প্রশ্নাতীত নয়। আমার অনুরোধ, আপনারা এই সব প্রশ্ন তুলুন, অপ্রয়োজনীয় আমদানী কম বা বন্ধ করার সুপারিশ করুন—সরকার নিশ্চয়ই গভীরভাবে আপনাদের সুপারিশ বিবেচনা করবেন।

১০। আপনাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের কাছে, আমার আর একটা আবেদন। জাতীয় জীবনে এ দেশের মানুষ বহু ভাঙা-গড়া, উলট-পালট দেখেছে। এখন তারা একটু শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়—আমার বিশ্বাস আপনারাও তাই চান। আমার মতে, এই স্থিতিশীলতা তথনই আসবে যখন সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতির গতি, প্রকৃতি ও ধারা এমন হবে যাতে সকলের সমঅধিকার, সমদায়িত্ব ও সমঅংশীদারিত্ব। এই প্রক্রিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে—আপনারা একে এগিয়ে নিয়ে যান আপনাদের যথাসাধ্য—আপনাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ও অনুভূতি দিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তরণ সুন্দর ও সফল হোক এবং এতে আপনাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ও অবদান থাকুক। এই আমার আশা। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

[খসড়া দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) সম্পর্কে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে গত ১৬-৬-৭৮ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ।]

ডক্টর মির্জা নুরুল হুদা
রাষ্ট্রপতির পরিকল্পনা উপদেষ্টা